তারিখ 2/3/79 পৃষ্ঠা 7 কলাম 3

ফিচার পাতা

ক্রীড়া সংগঠনে সংকট

এম এ রশিদ

খেলা নানাবিধ প্রয়োজনে এবং খেলার পরিচালনা সংগঠনের মাধ্যমে। এদের সম্পর্কের নৈকট্যের অভাবে দেখা দেয় সংকট। খেলার প্রাণ খেলোয়াড়। ক্রীড়া সামগ্রী হাতিয়ার। খেলোয়াড়ের বিবেক পরিচালক—পরিচালনার ভিত সংগঠন। সংগঠকের দায়িত্ব আয়োজন। আয়োজনের প্রয়োজন অর্থ। এর প্রয়াসে দরকার উপযুক্ত কৌশল। অর্থ অনর্থের মূল কথাটা খেলার জন্যে ভুল। সংগঠকরা খেলার জন্যে অর্থ ব্যয় করেন। এর কিছু অংশে অপব্যয় বা অপচয় হতে পারে। তা হলেও অনর্থ তাদের কার্যক্রমে দাঁত বসাতে পারে না। স্বভাবতই এতে যে সন্দেহের উদ্রেক করে তা থেকে মুক্ত থাকাটাও সংগঠকের জন্য এক ধরনের সংকট।

সংগঠকরা সার্বক্ষণিক বা পেশাদার ও অবৈতনিক—এ দুটি ভাগে চিহ্নিত হয়। অভিন্ন লক্ষ্যে একই উদ্দেশ্যে তারা কাজ করেন। প্রয়োগ পদ্ধতি বা ব্যবস্থাপনায় তাঁরা যে বৈচিত্র্যের আশ্রয় নেন তাতেই তাঁদের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ধরা পড়ে। সবচেয়ে মজার কথা একদল অপরটাকে পেশাদার বা বেতনভুক বলে নাক সিঁটকান। কিন্তু ক্রীড়া জগতে যখন পেশাদাররা নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে তখন তাঁরা অবৈতনিক সংগঠকদের কাছে হয়ে উঠেন আদরনীয় সম্মানীয় ও পূজনীয়।

দীর্ঘ ইতিহাস ক্রীড়া সংগঠনের। সংগঠকরাই নিশ্চিত রূপ দিয়েছে ক্রীড়া মানের। এতে অবৈতনিক সংগঠনকর্তা বিশেষ অবদানের অধিকারী। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত খেলা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আদৃত হয়েছে বা স্বীকৃতি পেয়েছে তাতে অবৈতনিক সংগঠকদের সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার গুরুত্ব কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না। এদের সৃষ্ট অনেক খেলাই পরবর্তী পর্যায়ে মান ও গুণগত আকর্ষণে পেশাদার সংগঠকদের পরিচর্যায় আরও আকর্ষণীয় ও বিস্তৃত হয়েছে। পেশাদার সংগঠকরা অবৈতনিক সংগঠকদের যে দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখুক, স্বার্থগত কারণে সংঘর্ষে উপনীত না হলে এ দৃষ্টিভঙ্গী অমূলক।

ক্রীড়া সংগঠন কোন অবস্থাতেই স্থাবর হয়ে থাকতে পারে না। একে কোন নির্দিষ্ট গন্ডীতে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। সংগঠকদের অগ্রাভিযান সংগঠনকে করে তোলে অর্থবহ। সংগঠনের বহুমুখী চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু খেলোয়াড়। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেন একটি মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। ক্রীড়ার যে-কোন স্তরে, উন্নয়নমূলক যে কোন চিন্তার, সংগঠক নির্বাচনে, দায়িত্ব অর্পণে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংগঠনের মূল্যায়ন বিবেচিত না হলে যে কোন ক্রীড়া উন্নয়নমূলক তৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। একজন সত্যিকার দরদী সংগঠককে তাঁর সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে এবং দৃঢ়ভাবে সচেতন থাকতে হবে। তাঁকে জানতে হবে খেলোয়াড়রা কি পরিবেশ থেকে আসছে। তাদের প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা কোন স্তরের। এর জন্য তাঁকে একক ও সমষ্টিগত দায়িত্ব পালনে যে সংকটের সম্মুখীন হতে হয় তা অতিক্রম করতে আর্থিক ব্যবস্থা ও সাংগঠনিক কৌশলের প্রয়োগ যতটাই হোক এর সময়োপযোগী সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া সফলতার বাচাই হয় না। এই পরীক্ষার মোকাবিলাই সংগঠনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু কাজটি এক ধরনের মানবিক কারিগরীর প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত তাই ক্রীড়া সংগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এমনি অবস্থায় সংগঠক হিসাবে তার ব্যক্তিগত সাংগঠনিক কৃতিত্ব যতটা তার চেয়ে বেশি পরিচয় মেলা উচিত সংগঠনের কর্মক্রমের পরিসীমায়। কারণ খেলার মান ও জনপ্রিয়তা সংগঠকের অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তা ও কর্মধারার উপর নির্ভর করেই আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে উন্নতির দিকে। এই সোপান বেয়ে উপরে উঠার কায়দা একজন সংগঠকের কি পরিমাণ জানা আছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বের করার অবকাশ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক নয়। তা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে যে সংগঠক নির্বাচনে যে সংকট তা সমাধানের একমাত্র নিষ্কণ্টক পথ এর উৎসমূলকে নির্ধারিত পন্থায় নিয়ন্ত্রণ।

ক্রীড়া সংগঠক অবশ্যই একজন সমাজকর্মী কল্যাণব্রতী। এতে তিনি কতটা নিবেদিতপ্রাণ তার চেয়ে তার খোলা মন নিয়ে, উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, অতি যত্ন সহকারে, সুষ্ঠু বিন্যাসে খেলাধুলাকে বৃহত্তর আঙ্গিকে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাই একমাত্র এ সংকটকে ডিঙিয়ে যেতে পারে। এটাই বর্তমানে আমাদের খেলার জগতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং জ্বলন্ত প্রশ্ন। এর জবাবের প্রকৃত অবস্থান খুঁজতে যেয়ে সংগঠনে সফলতা ও ব্যর্থতার দ্বন্দ্ব একটি নির্মম পরিহাসরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

অনেকেই যোগ্য ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন যদিও তাঁদের খেলোয়াড়ী বাস্তব জ্ঞান অতি নগণ্য। অন্যদিকে খেলার অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সাংগঠনিক কাজে যোগ্যতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন এমন প্রমাণও বিরল নয়।

ব্যক্তিতর্কের পাল্লায় তাঁদের না টেনে এবং তাঁদের বিশেষ বিশেষ অবদান বিশ্লেষণ না করে যে কোন একটি খেলোয়াড়ি সংগঠনে, খেলোয়াড়ি দৃষ্টিভঙ্গীতে খেলাধুলার দৃষ্টিভঙ্গীতে খেলাধুলার উন্নতিতে মোটামুটি বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটা সাধারণভাবে স্বীকার করে নিলে ক্রীড়া সংগঠনে সংকট কথাটার প্রাথমিক স্তর আমরা সহজেই কাটাতে পারি।

জমিদাররা চলে গেছে। খেলায় ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা মরে গেছে। সমষ্টিগত পৃষ্ঠপোষকতাই বর্তমানে ভাবনার ধারাটাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অপেশাদার সংগঠকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের উপর অর্পিত কাজ সম্পন্ন করেন। নিজ অর্থ ও সময় ব্যয় করেন। বিপদ-আপদের ঝুঁকি নেন। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যান। সার্বিক প্রয়োজনকে উপলব্ধি করেন। ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকতে চেষ্টা করেন। তাঁদেরই প্রকৃত অর্থে বলা চলে ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়াবিদদের মঙ্গলে কর্মরত। একমাত্র এঁরাই করতে পারেন সংগঠনে নতুন প্রাণের সঞ্চার। এমনি ধরনের সংগঠকদের আকার-আকৃতি নির্ণয় করতে যেয়ে কিছু কিছু বাহ্যত অবৈতনিক বস্তুত পেশাদার সংগঠকের পরিচয় মেলে। আবরণে ঢাকা এমন সংগঠকরা যেহেতু প্রচলিত আইনের সাহায্যে পুষ্ট নয় তাই খোলা আসমানের নীচে তাদের টেনে আনলে অবাক ক্রীড়া কান্ডের কারখানায় তাদের কলা-কৌশলের তারিফ করতে হয়।

ক্রীড়া সংগঠক যে পর্যায়েরই হোক একজন ক্রীড়াবিদের কাছে তিনি মহান ব্যক্তি। যেখানে পেশাদারী পথের বেওয়াজ নেই সেখানে তাঁদের ব্যাপকতর ভূমিকায় নিজেদের আরও বড় করে জাহির করার বিরাট সুযোগ রয়েছে। সময় ও অর্থের বিনিময়ে আরও নাম-যশ ও প্রতিপত্তির স্বর্ণশিখরে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। অতীতে করেছেন এমন শেষে, বিনোদনের উদ্দেশ্যে, স্বার্থে বেশ কিছু নজির রয়েছে। কিন্তু সংগঠনের নামে, কর্মব্যস্ত দিনের গন্ডীতে ক্রীড়া পরিচালনা তদারকিই যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয় তা হলে সংগঠকরা তাঁদের সার্বিক দায়িত্বে কি পরিমাণ সামর্থ্য বা মেধা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করবেন তার চিত্র কখনও উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে না। খেলাধুলার সত্যিকার স্বার্থে এবং সংগঠনের প্রকৃত অর্থে এসব সংগঠকদের অবদান ক্রীড়া ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের পত্তনে কখনও সক্ষম হতে পারে না। গতানুগতিকতার আশ্রয়ে এই সংকট রাতারাতি উৎপাটন সম্ভব নয়। এমনি করেই কি এগিয়ে চলবে অনন্তকাল দেশের ক্রীড়া সংগঠন?

খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়নে প্রচন্ডভাবে উদ্যোগী হলে এই শ্রেণীর সংগঠকদের বাছাই করতে হবে। যতটা সম্ভব তাঁদের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। একান্ত প্রয়োজনে এঁদের জরিপ খুব কঠিন নয়। খেলার মানের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠকদের সাংগঠনিক মানও কি উপায়ে বাড়ান যায় সে দিকটাও কোন যুক্তিতেই উপেক্ষা করা যায় না। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। ক্রীড়া সংগঠনের এদিকটা কোন অবস্থায়ই একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না। স্থানীয় প্রতিপত্তি বা সামাজিক নেতৃত্ব অনেকক্ষেত্রে ক্রীড়া বিষয়েও সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। এসব নেতৃত্বের প্রভাব অনেক সময় বিশেষ অসুবিধা হেতু এড়ান যায় না। এটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতায় সীমিত থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর সংগঠকরা খেলাধুলায় বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী হলে এবং সক্রিয় উৎসাহ দেখালে যে কোন ক্রীড়া সংগঠনে তাঁদের অবস্থান সোনায় সোহাগায় রূপ নিতে পারে। এমনি নেতৃত্ব অন্তত ক্রীড়া উন্নয়নের নমুনা আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে আসলে ছোট-বড় সব স্তরেই ক্রীড়া সাংগঠনিক সংকট নিরসন অসাধ্য কিছু নয়।

সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিবর্তনে খেলাধুলার ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া সাংগঠনিক কার্যক্রম যে ধারায় চলছে এবং জনসাধারণের উদ্দীপনা খেলাধুলার দিকে যে পরিমাণ ঝুঁকছে তাতে নীতি নির্ধারণী যন্ত্র নিশ্চিতভাবেই নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। বৃহত্তর জনস্বার্থে ক্রীড়া সাংগঠনিক সংকটের মোকাবিলা করতেই হবে।